নাম: মো: রিদওয়ান হোসেন (সাগর)

জন্ম তারিখ: ১ আগস্ট, ২০০১

শহীদ হওয়ার তারিখ: ১৯ জুলাই, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা: শিক্ষার্থী,
শাহাদাতের স্থান : ময়মনসিংহ মিন্টু কলেজের সামনে।

শহীদের জীবনী

ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার চৌরাঙ্গির মোড় আকুয়া ইউনিয়নের ফুলবাড়িয়া গ্রামে মো: আসাদুজ্জামান আসাদ ও রহিমা খাতুন দম্পতির কোল জুড়ে আগমন ঘটে মো: রিদওয়ান হোসেন সাগরের।সেই দিনটি ছিল ২০০১ সালের ১ আগস্ট।পরিবারের প্রথম সন্তানের আগমনে সেদিন এই দম্পতির খুশির সীমা ছিলনা।আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সেই পরিবারটি শোকের সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে।

শহীদ রিদওয়ান হোসেন পেশায় ছিলেন ছাত্র।ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজে অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্ট নিয়ে স্নাতক চতুর্থ বর্ষে পড়তেন তিনি।তিনি ছিলেন একজন মেধাবী ছাত্র।

রিদওয়ান হোসেনের পিতা আসাদুজ্জামান একজন সফল মুদি ব্যবসায়ী।এই ব্যবসা থেকে তার মাসিক আয় ৬০,০০০ টাকা।শহীদ রিদওয়ান তার পিতাকে ব্যবসায়িক কাজে সর্বদা সহায়তা করতেন।তার মৃত্যুর শোকে বাবার এই সফল ব্যবসা এখন ব্যাহত হচ্ছে।

শহীদ রিদওয়ানের মা রহিমা খাতুন একজন গৃহিণী।তিনি বিগত আট বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন।

শহীদ রিদওয়ানের পরিবারে আরও রয়েছে তার একমাত্র ছোট বোন আফিয়া তাবাসসুম।তিনি আনন্দমোহন কলেজে স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রী।

শহীদ হন যেভাবে

শহীদ রিদওয়ান ছিলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতা আন্দোলনের একজন অগ্রজ সৈনিক।তিনি নিয়মিত আন্দোলনে যোগদান করতেন এবং অন্যকে যোগ দিতে উৎসাহিত করতেন।রিদওয়ান ছিলেন বাবা মায়ের খুবই আদরের একমাত্র ছেলে।

দিনটি ছিল ১৯ জুলাই।দুপুরে খেয়ে রিদওয়ান বাসা থেকে বের হন আন্দোলনের উদ্দেশ্যে।প্রথমে তিনি গিয়ে যোগ দেন তার কলেজের মিছিলে।এরপর কলেজের সেই মিছিলটি গিয়ে মিলিত হয় শহরের প্রধান মিছিলে।বৃহৎ সেই মিছিলটি পুরো শহর প্রদক্ষিণ শেষ করে একসময় ছোট হয়ে ৬০-৭০ জনে নেমে আসে।সে সময় তিনি এই দলের সাথে বাসায় ফিরছিলেন।ছাত্র-জনতার দলটি যখন মিন্টু কলেজের সামনে আসে, তখন তাদেরকে লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে শুরু করে সরকারদলীয় আওয়ামীলীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ এবং এদের অঙ্গসংগঠনের কুখ্যাত সন্ত্রাসী আর ক্যাডারেরা।যার নেতৃত্ব দেয় স্থানীয় সংসদ সদস্য মহিতুর রহমান।সময় তখন আনুমানিক সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিট।আওয়ামী এই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর ছোঁড়া গুলিতে ময়মনসিংহের মিন্টু কলেজের সামনে সেদিন কমপক্ষে ৪ জন গুলিবিদ্ধসহ অন্তত ৩৫ জন আহত হয়।শহীদ রিদওয়ান মিছিলের অগ্রভাগে থাকার কারণে গুলিবিদ্ধ সেই ৪ জনের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।সাথে সাথে রিদওয়ানের সহযোদ্ধারা তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়।কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণের কারণে হাসপাতালে যাওয়ার পথেই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।নিভে যায় সম্ভাবনাময় এক তরুণের জীবন প্রদীপ।

শহীদ সম্পর্কিত আরো কিছু কথা

ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী রিদওয়ান হোসেন সাগর।সাগর লেখাপড়ার পাশাপাশি নগরীর একটি কম্পিউটারের দোকানে খণ্ডকালীন চাকরি করতেন।পাশাপাশি বাবার মুদি ব্যবসায় সহযোগিতা করতেন সমান তালে।

রিদওয়ান একজন ভালো ছাত্র ছিলেন।তিনি মাধ্যমিকে পড়াশোনা করেছেন ময়মনসিংহ শহরের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ময়মনসিংহ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে। উচ্চমাধ্যমিকে পড়াশোনা করেছেন ময়মনসিংহ শহরের স্বনামধন্য কলেজ ময়মনসিংহ কমার্স কলেজে।এরপর হিসাববিজ্ঞান নিয়ে স্নাতক চতুর্থ বর্ষে ফুলবাড়িয়া ডিগ্রী কলেজে ভালো ফলাফল করে সুনামের সাথে পড়াশোনা করছিলেন।তিনি কলেজের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছেও খুবই আদরের, স্নেহের ছাত্র ছিলেন।

সহপাঠীরা তার মর্মান্তিক মৃত্যুতে চরমভাবে ব্যথিত ও শোকাহত।তারা তার মৃত্যুর সঠিক বিচার চায়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা রিদওয়ানের লাশ নিয়ে মিছিল করতে চাইলে তার বাবা এবং পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তারা লাশ নিয়ে মিছিল না করে তাকে তার বাড়ি নিয়ে যায়।

রিদওয়ানের ছোট বোন আফিয়া তাবাসসুম সরকারি আনন্দমোহন কলেজে ম্যানেজমেন্টে অনার্স প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।ভাইয়ের বিয়োগান্তে সে এখন শোকে কাতর।তার নিষ্পাপ চোখের চাহনি যে কারো বুকে ব্যথার তুফান তোলে।

রিদওয়ানের মা ৮ বছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন।ছেলের মৃত্যুতে এখন মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ মায়ের হাহাকারে আকাশ ভারী হয়ে উঠেছে।

রিদওয়ানের মৃত্যুতে ফুলবাড়িয়া গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।তার বাবা এবং গ্রামবাসী এই হত্যার বিচার চায়।

শহীদ পরিবারের জন্য সহযোগিতা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা

১. শহীদের পরিবারের নিয়মিত খোঁজখবর নেওয়া

এক নজরে শহীদের ব্যক্তিগত তথ্যাবলি
পূর্ণ নাম : মো: রিদওয়ান হোসেন (সাগর)
জন্ম তারিখ : ০১.০৮.২০০১

শহীদ হওয়ার স্থান ও সময়কাল : ময়মনসিংহ মিন্টু কলেজের সামনে, ১৯শে জুলাই' ২০২৪, সন্ধ্যা: ৬:৩০
আঘাতের ধরন : গুলিবিদ্ধ
ঘাতক : আওয়ামীলীগ ও তাদের অঙ্গসংগঠন (এমপি মুহিতুর রহমান)
সমাধিস্থল : ময়মনসিংহ
পেশা : শিক্ষার্থী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : ফুলবাড়িয়ার ডিগ্রী কলেজ
পিতা : আসাদুজ্জামান আসাদ
মাতা : রহিমা খাতুন
স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: ফুলবাড়িয়া, ইউনিয়ন: চৌরাঙ্গীর মোড় আকুয়া, থানা: ময়মনসিংহ সদর, জেলা: ময়মনসিংহ
ভাইবোন : ১ বোন।আফিয়া তাবাসসুম।শিক্ষার্থী, আনন্দমোহন কলেজ